6

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 2-1 DEC 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

'৯২-র এসএসসি ও '৯৪-র এইচএসসি'র তুলনামূলক সমীক্ষা

নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিতে মেধার যাচাই হয় না উচ্চতর পর্যায়ে গেলে বিপর্যয়

॥ গিয়াস উদ্দিন রিমন ॥

দেশের মাধ্যমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রবর্তিত নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা পদ্ধতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের মেধার যথাযথ যাচাই হয় না। এ পদ্ধতিতে লেখাপড়া করে ছাত্র-ছাত্রীদের সত্যিকার জ্ঞানার্জন হয় না, মেধার বিকাশ ঘটে না। যার ফলশ্রুতিতে এ পদ্ধতিতে মাধ্যমিক পরীক্ষা (এসএসসি) উত্তীর্ণ হওয়া ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে গিয়ে প্রায় সব ক্ষেত্রেই হোঁচট খায়। এ ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চ মাধ্যমিক (এইচএসসি) পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে ভয়াবহ বিপর্যয়ের শিকার হয়। গতকাল প্রকাশিত দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের ১৯৯৪ সালের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল এবং একই ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের ১৯৯২ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল পরিসংখ্যানের তুলনামূলক পর্যালোচনায় এ তথ্য পাওয়া

১১-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

মেধা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গেছে। দেশের এসএসসি পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি প্রবর্তনের পর প্রথম ব্যাচে ১৯৯২ সালে এসএসসি উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা এবার রচনামূলক পদ্ধতিতে এইচএসসি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। অপরদিকে নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি প্রবর্তনের আগে রচনামূলক পদ্ধতিতে ১৯৯১ সালে এসএসসি উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের ফলাফলের সাথে তাদের ১৯৯৩ সালে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যায়, এসএসসি থেকে এইচএসসিতে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ফলাফলের ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটে না। কোন কোন ক্ষেত্রে এসএসসি থেকে এইচএসসিতে ফলাফলের আরো উত্তরণ ঘটে।

নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিতে প্রথমবার ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায়, সেবার চারটি শিক্ষা বোর্ডে মোট ৫ লাখ ২২ হাজার ১শ' ৫৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩ লাখ ২১ হাজার ৬শ' ৫৫ জন পাস করে। পাসের হারের শতকরা গড় ছিল প্রায় ৬১.৩৫ ভাগ। একই ব্যাচের এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় ৩ লাখ ৯৮ হাজার ৫শ' ৪০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১ লাখ ৬১ হাজার ৪৫ জন পাস করেছে। পাসের হারের শতকরা গড় ৩৯.৮৮ ভাগ। অর্থাৎ, নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিতে এসএসসি উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের এসএসসি ও এইচএসসি'র ফলাফলে শতকরা গড় হারের পার্থক্য ২১.৪৭ ভাগ। '৯২-এর এসএসসিতে যে

পরিমাণ ছাত্র-ছাত্রী পাস করেছে, তারাই '৯৪-এর এইচএসসিতে প্রায় একই পরিমাণ ফেল করেছে। '৯২-এর এসএসসিতে ১ লাখ ৪৬ হাজার ৪শ' ৪১ জন (৪৫.৫৩ %) প্রথম বিভাগ পায়। আর '৯৪-এর এইচএসসিতে প্রথম বিভাগ পায় ৩০ হাজার ৪শ' ৭১ জন, যা শতকরা হারে মাত্র ১৮.৯২ ভাগ। অর্থাৎ, '৯২-এর এসএসসি ও '৯৪-এর এইচএসসিতে প্রথম বিভাগ প্রাপ্তির শতকরা গড় হারের পার্থক্য ২৬.৬১ ভাগ। এর ফলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে।

অপরদিকে দেখা যায়, '৯১ সালে রচনামূলক পদ্ধতিতে এসএসসি উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের এইচএসসি'র ফলাফলে কিছুটা উত্তরণ ঘটেছে। এসএসসিতে যেখানে পাসের শতকরা গড় হার ছিল ৬০-এর মত, সেখানে এইচএসসিতে তা প্রায় ৬৭-তে গিয়ে পৌঁছেছে। প্রথম বিভাগ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এসএসসি থেকে এইচএসসিতে অনেক বেশী উত্তরণ ঘটেছে।

নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিতে '৯২-এ এসএসসিতে মেধা তালিকায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের বেশীর ভাগই এবারের এইচএসসিতে বিপর্যয়ের শিকার হয়েছে।

নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতির মাধ্যমিক স্তর থেকে রচনামূলক পদ্ধতির উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিপর্যয় ঘটার অনেক কারণ রয়েছে। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনের পরই দেশের বিশিষ্ট শিক্ষা বিশেষজ্ঞসহ শিক্ষকরা এ পদ্ধতির বিরোধিতা করেছিলেন। এ পদ্ধতির প্রাথমিক স্তরে প্রবর্তিত 'গাইড ব্যাংক' সিস্টেম বিপর্যয়ের অন্যতম প্রধান কারণ। নির্দিষ্ট ৫শ'টি প্রশ্ন পড়ে ছাত্র-ছাত্রীরা এসএসসি পাস করে এইচএসসিতে গিয়ে অনির্দিষ্ট বিস্তৃত প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিতে গিয়ে তারা হোঁচট খেতে বাধ্য হয়। কারণ, তারা রচনামূলক পদ্ধতির উপযোগী হয়ে মাধ্যমিক